বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭/২০০১/১৭৮ [illegible]ঃ২০ জুন ২০১৭ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক চিক টেক্স লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, চিক টেক্স লিমিটেড উহার ৩০ জুন ২০১৫ ইং এ সমাপ্ত বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরনী Securities and Exchange Rules, 1987 এর rule 12, sub-rule (3A) মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত), স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার হোল্ডারদের নিকট ১৩৪ দিন এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৩/এডমিন/০৩-৩৪ [illegible] ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং এর (2) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে চিক টেক্স লিমিটেড লিমিটেড উহার ৩০ [illegible]ম্বর ২০১৫ ইং এ সমাপ্ত ত্রৈ-মাসিক হিসাব বিবরনী প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:প[illegible]মিশন' বলে উল্লিখিত) ও স্টক এক্সচেঞ্জে ৪৫ দিন এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার [illegible]য়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃ[illegible] ডিসেম্বর ২০১৬ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭/২০০১/ ৫০৫ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের [illegible]পনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ [illegible] সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু সংশিষ্টরা উক্ত শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়;

যেহেতু, চিক টেক্স লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবা[illegible] উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচা[illegible]ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও [illegible]অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 [illegible]ection 22 এর অধীন শাস্তি যোগ্য অপরাধ;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭/২০০১/১৭৮— তারিখঃ ২০ জুন ২০১৭ ইং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইস্যুয়ারের পরিচালকগণের প্রত্যেককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন; এবং

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:

(১) চিক টেক্স লিমিটেড এর চেয়ারম্যান জনাব ইঞ্জিনিয়ার জামাল উদ্দিন আহমেদ এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

(২) এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত বিধি-বিধান (অর্থাৎ, হিসাব বিবরনী কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকরন) পরিপালনে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের চেয়ারম্যান জনাব ইঞ্জিনিয়ার জামাল উদ্দিন আহমেদ এর উপর প্রতিদিনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল, যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

মো: আমজাদ হোসেন
কমিশনার

বিতরনঃ
জনাব ইঞ্জিনিয়ার জামাল উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, চিক টেক্স লিমিটেড।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭/২০০১/ ২৭৭ তারিখঃ ২০ জুন ২০১৭ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক চিক টেক্স লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, চিক টেক্স লিমিটেড উহার ৩০ জুন ২০১৫ ইং এ সমাপ্ত বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরনী Securities and Exchange Rules, 1987 এর rule 12, sub-rule (3A) মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত), স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার হোল্ডারদের নিকট ১৩৪ দিন এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৩/এডমিন/০৩-৩৪ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং এর (2) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে চিক টেক্স লিমিটেড লিমিটেড উহার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং এ সমাপ্ত ত্রৈ-মাসিক হিসাব বিবরনী প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত) ও স্টক এক্সচেঞ্জে ৪৫ দিন এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭/২০০১/ ৫০৫ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু সংশিষ্টরা উক্ত শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়;

যেহেতু, চিক টেক্স লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তি যোগ্য অপরাধ;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭/২০০১/১৭৯ তারিখঃ ২০ জুন ২০১৭ ইং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইস্যুয়ারের পরিচালকদের প্রত্যেককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন; এবং

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section [illegible] [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:

(১) চিক টেক্স লিমিটেড এর পরিচালক জনাব আমিনুর রাসুল এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

(২) এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত বিধি-বিধান (অর্থাৎ, হিসাব বিবরনী কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকরন) পরিপালনে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাব আমিনুর রাসুল এর উপর প্রতিদিনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য করল, যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

মো: আমজাদ হোসেন
কমিশনার

বিতরনঃ
জনাব আমিনুর রাসুল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চিক টেক্স লিমিটেড।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭/২০০১/১৮০ তারিখঃ ২০ জুন ২০১৭ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক চিক টেক্স লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, চিক টেক্স লিমিটেড উহার ৩০ জুন ২০১৫ ইং এ সমাপ্ত বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরনী Securities and Exchange Rules, 1987 এর rule 12, sub-rule (3A) মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত), স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার হোল্ডারদের নিকট ১৩৪ দিন এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৩/এডমিন/০৩-৩৪ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং এর (2) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে চিক টেক্স লিমিটেড লিমিটেড উহার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং এ সমাপ্ত ত্রৈ-মাসিক হিসাব বিবরনী প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত) ও স্টক এক্সচেঞ্জে ৪৫ দিন এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭/২০০১/ ৫০৫ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ দর্শান সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু সংশিষ্টরা উক্ত শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়;

যেহেতু, চিক টেক্স লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনে দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তি যোগ্য অপরাধ;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭/২০০১/৯৮০ তারিখঃ ২০ জুন ২০১৭ ইং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালন উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইস্যুয়ারের পরিচালক প্রত্যেককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন; এবং

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:

(১) চিক টেক্স লিমিটেড এর পরিচালক জনাব ইঞ্জিনিয়ারমো: মাশুকুর রাসুল এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

(২) এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত বিধি-বিধান (অর্থাৎ, হিসাব বিবরনী কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকরন) পরিপালনে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাব ইঞ্জিনিয়ারমো: মাশুকুর রাসুল এর উপর প্রতিদিনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল, যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

মো: আমজাদ হোসেন
কমিশনার

বিতরনঃ
জনাব ইঞ্জিনিয়ারমো: মাশুকুর রাসুল, পরিচালক, চিক টেক্স লিমিটেড ।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭/২০০১/১৮-১ তারিখঃ ২৫ জুন ২০১৭ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক চিক টেক্স লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অত:পর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, চিক টেক্স লিমিটেড উহার ৩০ জুন ২০১৫ ইং এ সমাপ্ত বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরনী Securities and Exchange Rules, 1987 এর rule 12, sub-rule (3A) মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত), স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার হোল্ডারদের নিকট ১৩৪ দিন এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৮-১৮৩/এডমিন/০৩-৩৪ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং এর (2) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে চিক টেক্স লিমিটেড লিমিটেড উহার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং এ সমাপ্ত ত্রৈ-মাসিক হিসাব বিবরনী প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত) ও স্টক এক্সচেঞ্জে ৪৫ দিন এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক [illegible] ডিসেম্বর ২০১৬ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭/২০০১/ ৫০৫ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ দর্শানো সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু সংশিষ্টরা উক্ত শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়;

যেহেতু, চিক টেক্স লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তি যোগ্য অপরাধ;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৭/২০০১/২৮৯ তারিখঃ ২৩ জুন ২০১৭ ইং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইস্যুয়ারের পরিচালকগণের প্রত্যেককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন; এবং

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:

(১) চিক টেক্স লিমিটেড এর পরিচালক জনাব ইফতেখার মোহাম্মাদ এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

(২) এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত বিধি-বিধান (অর্থাৎ, হিসাব বিবরনী কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকরন) পরিপালনে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাব ইফতেখার মোহাম্মাদ এর উপর প্রতিদিনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল, যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

মো: আমজাদ হোসেন
কমিশনার

বিতরনঃ
জনাব ইফতেখার মোহাম্মাদ, পরিচালক, চিক টেক্স লিমিটেড ।